দৈনিক
ইত্তেফাক

01 FEB 2007

শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব সমীপে

দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কলেজ বেসরকারি। কলেজের মোট ছাত্রছাত্রীর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ বেসরকারি কলেজে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ যে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের কাছে প্রায় শতভাগ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করছে সেই শিক্ষক সরকারি বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে একটি হলো বেসরকারি কলেজের প্রভাষকদের টাইম স্কেল ও উচ্চতর স্কেল প্রদান ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে রেখেছে। ঐ স্কেল চালু করার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয় (স্মারক নং শা. ১১/ অনুদান ৫/৯৭ (অংশ-১/৬৭৬ (৭) শিক্ষা) "বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের এক স্কেল হতে অন্য স্কেল প্রাপ্য হওয়ার নির্ধারিত সময়কাল ৮ বৎসর পূর্তি হতে হবে এবং সরকারি বিধিমোতাবেক টাইম স্কেল প্রাপ্য হবেন। তবে কলেজের ক্ষেত্রে ২ বৎসর পূর্তিতে একটি উচ্চতর স্কেল এবং পরবর্তী ৮ বৎসর পূর্তিতে টাইম স্কেল প্রাপ্য হবেন।" প্রজ্ঞাপনে ১/৭/৯৪ তারিখ থেকে টাইম স্কেল দেয়ার সিদ্ধান্ত (স্মারক নম্বর শা. ৩/১ জি-৬৫/ ৯৪ তারিখ ০৯/০২/৯৫)।

উচ্চতর স্কেল ও টাইম স্কেল প্রদান বন্ধ করায় বর্তমানে যে অসুবিধা হচ্ছে এবং পরে হবে, তা হলো—

(১) আনুপাতিকহারে (৫ জনে ২ জন) প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতির নিয়ম থাকায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রভাষক চাকরিজীবনে পদোন্নতি স্কেল, উচ্চতর স্কেল ও টাইমস্কেল পাচ্ছেন না। ফলে ৩০ বছর চাকরি করলেও তাদের বেতন গ্রেড একই অর্থাৎ ৯-ই থাকবে, বেতন বাড়বে না।

(২) সদ্য যোগদানকারী প্রভাষক এবং ৩০ বছর ধরে চাকরিরত প্রভাষকগণ সমান বেতন পাবেন। এতে সিনিয়র প্রভাষকদের অবমূল্যায়ন করা হবে।

(৩) বর্তমানে সবাই প্রভাষক পদে চাকরি করে কেউ উচ্চতর স্কেল ও টাইম স্কেল পাচ্ছেন অথচ ২ বছর ও ৮ বছর চাকরিকাল পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও স্কেল পাচ্ছেন না। এই বৈষম্যের কারণে হতাশা বাড়ছে।

(৪) চাকরিজীবনে একটিমাত্র ইনক্রিমেন্ট দেয়ায় ৩০ বছর একই বেতন গ্রেডে, একই পদে, একই বেতন স্কেলে চাকরি করে বেতন না বাড়ার জন্য প্রভাষকগণ খুব হতাশাগ্রস্ত। তাদের সামাজিকভাবে হেয় করা হচ্ছে।

(৫) মেধাবীরা বেসরকারি কলেজের শিক্ষ পেশায় আগ্রহী হচ্ছেন না।

দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, প্রভাষকদের চাকরির অভিজ্ঞতা ও বয়স বাড়ছে কিন্তু বেতন বাড়ছে বর্তমানে একজন প্রভাষক ৬,৮০০ টাকা স্কেলে (গ্রেড-৯) সর্বমোট বেতন ৬,৯০০ টাকা থেকে ৮% টাকা কর্তন করে বেতন পাচ্ছেন সর্বমোট ৬৩১৮ টাকা। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে একজন প্রভাষকের মাসে ৬৩১৮ টাকা দিয়ে কিভাবে সংসার চলে? আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ ও হতাশাগ্রস্ত শিক্ষক দ্বারা ভালো পাঠদান সম্ভব নয় এরপরেও বেসরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল সবচেয়ে ভালো হচ্ছে।

অতএব, বেসরকারি প্রভাষকদের এই চরম অমানবিক দুরবস্থা বিবেচনা করে উচ্চতর স্কেল ও টাইমস্কেল বন্ধের প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে পুনরায় স্কেল প্রদানের ব্যবস্থা করতে শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষাসচিব সমীপে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

কৃষিবিদ ফরহাদ আহাম্মেদ,
প্রভাষক (কৃষিশিক্ষা),
শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।